২০১৮ সালের কিশোর বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপ্রবাহ

মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

সংক্ষিপ্ত আকারে করার চেষ্টার পরেও ঘটনাপ্রবাহটি যথেষ্ট বড় হয়ে পড়েছে। এটা থেকে এই আন্দোলন যে কতটা ব্যাপক মাত্রায় হয়েছিল সেটাই বোঝা যায়। আন্দোলন চলাকালে অনেক অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা, রক্তে শিহরণ বইয়ে দেয়ার মত ঘটনা, আবেগে আপুত হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা, অনেক ইতিবাচক, আশা-জাগানিয়া ঘটনার কথাই এখানে দেয়া যায়নি কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার অভিপ্রায়ে এবং যেহেতু এটি কেবল ঘটনাপ্রবাহ সেই কারণে। এখানে শুধু মোটা দাগে কী কী ঘটেছিল তারই উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের পাশাপাশি ফেসবুকের বিভিন্ন ছবি, ভিডিও, বিভিন্নজনের অভিজ্ঞতা, সংকলকের নেয়া বিভিন্নজনের সাক্ষাৎকার এবং ক্ষেত্রবিশেষে সংকলকের নিজের প্রত্যক্ষদর্শী অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো হয়েছে।

২৯ জুলাই

জাবালে নূর পরিবহনের দুটো বাসের মধ্যকার বেপরোয়া প্রতিযোগিতার কারণে কুর্মিটোলা আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের কাছে বাস স্টপেজে বাসের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় এবং বাসে ওঠার সময় শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর একটি বাস উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই মারা যায় ১৮ বছর বয়সী দিয়া খানম মীম ও আবদুল করিম নামের দুই শিক্ষার্থী। আহত হয় ৯ জন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা ছিল গুরুতর।

তাৎক্ষণিকভাবেই কয়েক শ শিক্ষার্থী দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং রাস্তা অবরোধ করে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা এ সময় কিছু বাসও ভাঙচুর করে। এতে বিমানবন্দর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে দুপুর আড়াইটার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ওই দিনই ঘটনার ঘণ্টাখানেক পর সচিবালয়ে মোংলা বন্দরের জন্য মোবাইল হারবার ক্রেন কেনার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নৌমন্ত্রী ও পরিবহন শ্রমিক নেতা শাজাহান খানকে সামনে পেয়ে সাংবাদিকরা যখন ঘণ্টাখানেক আগে ঘটে যাওয়া রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন যে তাঁর আসকারাতেই পরিবহন চালকরা এতটা বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি নির্বিকার চিত্তে হাসতে হাসতে উত্তর দেন। শুধু তা-ই নয়, এ সময় মন্ত্রী ভারতের মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সড়ক দুর্ঘটনার উদাহরণ টেনে সাংবাদিকদের পাল্টা বলেন যে আমাদের এখানে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে যেভাবে কথা বলা হয়, ভারতে তো ৩৩ জন মারা যাওয়ার পরও সেই দুর্ঘটনা নিয়ে তারা এভাবে কথা বলে না। বিভিন্ন টিভি মিডিয়ার ফুটেজ থেকে এটা পরিষ্কার যে মন্ত্রী শাজাহান খানের এহেন আচরণ ও বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং সেখানেই তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের তীব্র প্রশ্নবাণের মুখে পড়েন।

টিভি চ্যানেলগুলোর ফুটেজ ও পত্রিকায় খবরটির অনলাইন ভার্সন অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়লে সেটি আগুনে ঘি ঢালার মত করে ব্যাপক গণরোষের সৃষ্টি করে এবং ওই দিন রাতের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে মন্ত্রীর হাসি এবং বেপরোয়া বক্তব্য গণবিস্ফোরণ ঘটায়।

৩০ জুলাই

শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে বিএএফ শাহীন, আদমজীসহ আশপাশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা সকাল ৯টা থেকেই কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সামনের বিমানবন্দর সড়কে জড়ো হতে থাকে। এক পর্যায়ে হাজারখানেক শিক্ষার্থী মিলে বিমানবন্দর সড়ক অবরোধ করলে পুরো এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বনানী থেকে কুর্মিটোলা হাসপাতাল পর্যন্ত এলাকা শিক্ষার্থীদের দখলে চলে যায়।

কাছাকাছি সময়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরি, মিরপুর-১০ ও প্রগতি সরণিতেও শিক্ষার্থীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে।

মোট ৬ ঘণ্টা ধরে এই বিক্ষোভ চলে। ঢাকা শহরের একটা বড় অংশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা রাজধানীর শেওড়ায় রেললাইন অবরোধ করলে দুপুর দেড়টার পর থেকে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার জন্য ঢাকার সাথে সারা দেশের রেল যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়।

বিমানবন্দর সড়কে শুরুতে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রায়ট কার ও জলকামান নিয়ে পুলিশ এলে উত্তেজিত শিক্ষার্থীদের ধাওয়ার মুখে পিছু হটে যায় জলকামান। সেই সাথে সেনা পুলিশও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে গেলে ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। এক পর্যায়ে বিমানবন্দর সড়কে পুলিশ ও র‍্যাব জড়ো হয়ে একযোগে শিক্ষার্থীদের ঠেলতে ঠেলতে এবং কখনও ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকে। এ সময় পুলিশের সাথে শিক্ষার্থীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। তাতে বহু শিক্ষার্থী আহত হয়। পুলিশের লাঠিপেটা, শিশু-কিশোরদের জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হয়।

এদিন শিক্ষার্থীরাও ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বহু বাস ভাঙচুর করে।

বিমানবন্দর সড়ক এলাকার শিক্ষার্থীরা ৯ দফা দাবি তুলে ধরে, যার মধ্যে শুরুতে মন্ত্রী শাজাহান খানের পদত্যাগ ছিল নাকি ছিল না সেটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মন্ত্রীর নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা যে ছিল তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। এ ছাড়াও বেপরোয়া গতিতে বাস চালিয়ে দুই শিক্ষার্থীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া ড্রাইভারের ফাঁসি, স্কুল-কলেজের সামনে ওভারব্রিজ নির্মাণ, ছাত্রদের হাফ ভাড়া, লাইসেন্স ও ফিটনেসবিহীন গাড়ি বন্ধ করাসহ আরো বিভিন্ন দাবি এই ৯ দফায় ছিল। এখান থেকে ৯ দফা বাস্তবায়নে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়া হয়।

শাজাহান খান এদিন বলেন যে তিনি কেন ক্ষমা চাইবেন? যারা দোষ করেছে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। তা ছাড়া তিনি পদত্যাগ করলেই তো আর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না।

চাপের মুখে অভিযুক্ত চার চালক ও হেলপারকে এদিন গ্রেফতার করা হয়। বিআরটিএ তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে।

জনস্বার্থে দায়ের করা রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট জাবালে নূর পরিবহনের মালিকপক্ষকে এক সপ্তাহের মধ্যে নিহত দুই শিক্ষার্থীর পরিবারকে ৫ লাখ টাকা করে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য আদেশ দেন।

কিশোর বিদ্রোহের কয়েকটি ছবি: অনলাইন থেকে সংগৃহীত

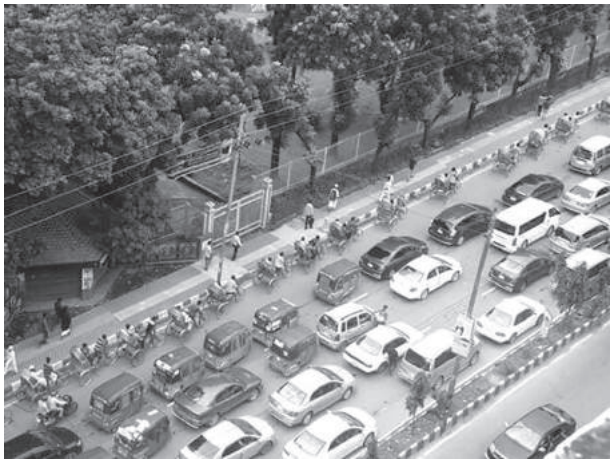

৩১ জুলাই

এদিন ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা দলে দলে রাস্তায় নেমে আসে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীর বিক্ষোভের মুখে পুরো ঢাকা আক্ষরিক অর্থে অচল হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা রাজধানীর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সড়ক অবরোধ করে। বিমানবন্দর সড়কের পাশাপাশি বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, মতিঝিল, শাহবাগ, সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ফার্মগেট, নাবিস্কো, বাড্ডা, রামপুরা, মিরপুর-২, মিরপুর-১০, ধানমন্ডি, আজমপুর, উত্তরা, আগারগাঁও, খিলক্ষেত ও শান্তিনগরে। উত্তরায় কিশোর বয়সী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও নেমে পড়ে রাস্তায়।

এদিন থেকে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় রাস্তায় যানবাহনের লাইসেন্স চেক করা শুরু হয়। লাইসেন্স না পেলে গাড়ি আটকে রাখে তারা। এদিন বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সাথে শিক্ষার্থীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। তাতে অন্তত ২০ জন আহত হয়। বিভিন্ন জায়গায় স্কুল-কলেজের ইউনিফর্ম পরা কিশোরদের আটকও করে পুলিশ। পুলিশের লাঠিপেটা ও ধাওয়ায় আহত স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের রক্তাক্ত জামা ও জুতার ছবি এবং পুলিশ ভ্যানে বসে আটককৃত স্কুলের ইউনিফর্ম পরা কিশোরদের সেলফি, উত্তরায় ১০ বছর বয়সী আন্দোলনকারী শিশুকে পানির বোতল দেয়া মায়ের ছবি এদিন ফেসবুকে ভাইরাল হয়।

বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষার্থীরা অন্তত অর্ধশতাধিক বাস ভাঙচুর করে। উত্তরায় বাসে আগুন দেয়া হয়। এদিনও সন্ধ্যা হওয়ার আগ পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে।

এদিনই কুমিল্লায় স্কুলফেরত শিক্ষার্থীদের ওপর বালুবাহী ট্রাক উঠে গেলে এক ছাত্রী মারা যায়। এই ঘটনাও বিক্ষোভকে কিছু মাত্রায় হলেও উসকে দেয়।

আন্দোলনের তীব্রতা দেখে নৌমন্ত্রীর বক্তব্যের জন্য বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ দুঃখ প্রকাশ করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, "প্লিজ, তোমরা শান্ত হও, ক্লাসে যাও।" এসব বক্তব্য আসার পর অবশেষে শাজাহান খান তাঁর আচরণের জন্য দুই জায়গায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যদিও এক জায়গায় এই ক্ষমা প্রার্থনাও তিনি করেন হেসে হেসে। জাবালে নূরের দুটি বাসের চালক ও হেলপারকে এদিন কারাগারে পাঠানো হয়।

১ আগস্ট

এদিনও সারা ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বেশ কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাজারে হাজারে রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ করে এবং রাজধানীর সকল গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে অবরোধ বসায়। শুধু এক আবদুল্লাহপুর থেকে খিলক্ষেত এলাকাতেই রাস্তায় ১০ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী নেমে এসেছিল রাস্তায়। কার্যত এদিন পুরো ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। মিরপুর-১০, মিরপুর-১৪, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, রায়েরবাগ, শাহবাগ, সায়েন্স ল্যাব, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শান্তিনগর, বাংলামোটর, কাকরাইল, শ্যামলী, আসাদগেট, মালিবাগ, রামপুরা, বাড্ডা, উত্তরা, খিলগাঁও, মানিকনগর, টিটিপাড়া, চানখাঁরপুলসহ পুরো রাজধানী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে হাজার হাজার শিশু-কিশোরের স্লোগানে। এ ছাড়াও এদিন গাজীপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে স্থানীয় স্কুল-কলেজের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। অবরোধ ছড়িয়ে পড়ে ময়নসিংহ ও নারায়ণগঞ্জেও। শাহবাগে নৌমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এদিন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ব্যাপক মাত্রায় আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে।

নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে গালি দেয়ায় শিক্ষার্থীদের ধাওয়ার মুখে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে পালিয়ে বাঁচেন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি গোপীনাথ দাস। ফেসবুক মারফত আরও জানা যায়, এ সময় ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে সেখান থেকে টেনে বের করে কানে ধরায়। পরে তিনি আর কখনও কাউকে রাজাকারের বাচ্চা বলে গালি দেবেন না বলে মুচলেকা দিয়ে তারপর সেখান থেকে রেহাই পান।

রাজধানীর এই বিক্ষোভ চলাকালেই সকালে শনির আখড়ায় এক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর ওপর চালক পিকআপ উঠিয়ে দিলে সে পিকআপের নিচে চাপা পড়ে। এই ঘটনার ভিডিও আগুনের মত অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। যদিও ছাত্রটি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়, তবে তার ডান পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে যাত্রাবাড়ীতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়।

এদিন থেকেই শিক্ষার্থীরা একের পর এক বিভিন্ন জায়গায় গণহারে ট্রাফিক কন্ট্রোল, লাইসেন্স চেক করতে থাকে। লাইসেন্স দেখাতে না পারলে গাড়ির চাবি আটকে রাখে তারা। তাদের এই লাইসেন্স চেকের সামনে পড়ে লাইসেন্স দেখাতে ব্যর্থ হন সরকারি আমলা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে পুলিশের কর্মকর্তারাও। যেখানে যেখানে তারা অবস্থান নেয়, সেখানে পুরো রাস্তায় পরিবহন চলার বিশৃঙ্খলাকে তারা অভূতপূর্ব শৃঙ্খলায় আনে। ঢাকার রাস্তায় প্রথমবারের মত দেখা যায় অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ইমার্জেন্সি লেন। এ ছাড়াও বড় বড় রাস্তায় অযান্ত্রিক বাহনকে এক লেন, গাড়ি ও বাসকে আলাদা আলাদা লেন করে চলার দৃশ্য চোখে পড়ে এদিন।

এদিন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের বিএমডাব্লিউ গাড়ি বাংলামোটরে উল্টো পথে আসতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে ধরা পড়ে। এই ঘটনার ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, ছাত্রদের প্রশ্নবাণে হকচকিত ও প্রায় নিরুত্তর হয়ে পড়েন তোফায়েল আহমেদ।

এদিন খুব পরিষ্কারভাবেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিক্ষোভস্থল থেকে নৌমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি ওঠে। তিনি এদিন নিহত দিয়া খানমের বাসায় যান। জাবালে নূর পরিবহনের রুট পারমিট বাতিল করা হয়। জাবালে নূরের মালিককে গ্রেফতার করা হয়। এদিন সড়ক পরিবহন আইনে সম্মতি দেয় আইন মন্ত্রণালয়।

আন্দোলনের চাপের প্রেক্ষাপটে এদিন আবারও সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মন্তব্য করেন যে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন যৌক্তিক। এদিন সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, নৌমন্ত্রী শাজাহান খান এবং তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সাথে বৈঠকে বসেন পরিবহন মালিক-শ্রমিক পক্ষের নেতারা, যাতে জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে শিক্ষার্থীদের সব দাবি মেনে নেয়ার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, "তোমাদের বার্তা দেশব্যাপী পৌঁছে গেছে, তোমাদের দাবি মেনে নেয়া হয়েছে। কাজেই তোমরা অবরোধ তুলে নাও, ক্লাসে ফিরে যাও।" এ ছাড়াও তিনি এ সময় অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, "আপনাদের সন্তানকে ক্লাসে ফিরিয়ে নিন। সারা দেশ অচল হয়ে গেছে। এটি কারও কাম্য হতে পারে না।" আরেক অনুষ্ঠানে

অবরোধের নামে শিক্ষার্থীরা যাতে রাস্তায় নামতে না পারে সে বিষয়ে ভূমিকা রাখার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

প্রধানমন্ত্রী এদিন গণভবনে ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে আলোচনায় বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের 'বোঝাতে' ছাত্রলীগকে দায়িত্ব দেন।

অন্যদিকে এদিন রাতেই শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঘোষণা দেন যে পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'নিরাপত্তার স্বার্থে' বন্ধ ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২ আগস্ট

সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পরেও এদিন আন্দোলন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। মিরপুর, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী, শাহবাগ, সায়েন্স ল্যাব, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শান্তিনগর, বাংলামোটর, কাকরাইল, জনসন রোড, বাবুবাজার ব্রিজ, শ্যামলী, আসাদগেট, টেকনিক্যাল, মালিবাগ, মৌচাক, রামপুরা, বাড্ডা, উত্তরা, খিলগাঁও, টিটিপাড়াসহ রাজধানীর ৩০টি প্রধান মোড়ে শিক্ষার্থীরা অবরোধ দেয়। পুরো ঢাকা আক্ষরিকভাবেই অচল হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের কথা বড় করে আসতে থাকে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা, বগুড়া, যশোর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, নাটোর, টাঙ্গাইলসহ সারা দেশে।

এদিনও বিভিন্ন বিক্ষোভস্থলে পরিষ্কারভাবে ৯ দফা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নৌমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা হয়।

এদিন শিক্ষার্থীদের লাইসেন্স চেকের সামনে পড়েন পানিসম্পদমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। লাইসেন্স দেখাতে না পারায় তিনি গাড়ি থেকে নেমে অন্য গাড়িতে যেতে বাধ্য হন। পুলিশের ডিআইজির গাড়িও লাইসেন্স দেখাতে না পেরে আটকা পড়ে শিক্ষার্থীদের হাতে। এ ছাড়াও এদিন লাইসেন্স তল্লাশির সময় ডিবির একটি মাইক্রোবাস থেকে গাঁজা, ইয়াবা, স্বর্ণালংকার ও ছুরি উদ্ধার করে শিক্ষার্থীরা।

এদিন বিভিন্ন স্থানে কিছু পরিচিত মুখ–তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী ও মিডিয়াজগতের কলাকুশলীরা শিক্ষার্থীদের সমর্থনে রাস্তায় নামেন সংহতি জানাতে।

বিভিন্ন দেশে এদিন থেকে শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি জানিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিক্ষোভ করার খবর আসতে থাকে। এদিন অস্ট্রেলিয়ায় বিক্ষোভ হয়।

মিরপুর, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগরে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় সরকারের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী হেলমেটবাহিনী ও পুলিশ। মিরপুরে হারম্যান মেইনার কলেজের সামনে শিক্ষার্থীরা প্রথমে গুণ্ডাদের হাতে ধাওয়া খেলেও পরে তারা একত্র হয়ে হাজার খানেকের মিছিল নিয়ে সংগঠিতভাবে পাল্টা ধাওয়া দেয় সন্ত্রাসীদের। কয়েকবার ধাওয়া পাল্টাধাওয়া ঘটে। ধাওয়া খেয়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে বৃষ্টি শুরু হলে শিক্ষার্থীরা রাস্তা ছেড়ে চলে যায়। তবে মিরপুরের অন্যান্য জায়গায় শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও হেলমেটবাহিনীর একযোগে হামলা করার ছবি ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এ ছাড়া এদিন নোয়াখালী ও চাঁদপুরেও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয় বলে জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রী নিহত দুই শিক্ষার্থীর পরিবারের সাথে দেখা করেন তাঁর কার্যালয়ে এবং তাদের ২০ লাখ টাকা করে পারিবারিক সঞ্চয়পত্র অনুদান দেন। এরপর দিয়া খানম মীমের বাবা শিক্ষার্থীদের ঘরে ফিরে যেতে বলেন।

এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ তিনটি পৃথক অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদাভাবে অভিযোগ করেন যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বিএনপি-জামায়াত ঢুকে পড়েছে। তারা উসকানি দিয়ে এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি বলেন যে পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা বা নাশকতা ঘটতে পারে এবং যদি তেমন কিছু হয় তাহলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তার কোন দায়দায়িত্ব নিতে সক্ষম হবে না। র‍্যাবের ডিজি বেনজির আহমেদ বলেন যে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় আর নিরাপদ নয়। সন্ত্রাসীরা যে কারও ক্ষতি করতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলে তিনি অভিভাবক, শিক্ষক ও স্কুল-কলেজগুলোর ম্যানেজিং কমিটিকে আহ্বান জানান, যাতে তারা শিক্ষার্থীদের রাস্তা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলামও অভিভাবকদের বলেন শিক্ষার্থীদের রাস্তা থেকে ফেরাতে। তিনি আরও বলেন, গুজবে যাতে কেউ কান না দেয় এবং যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের ধরা হবে। তিনি আরও বলেন, কোন পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ওবায়দুল কাদের বলেন যে দাবি মেনে নেয়ার পর আন্দোলন অযৌক্তিক।

এদিকে নৌমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। তবে প্রধানমন্ত্রী বললে কিংবা জনগণ চাইলে তিনি পদত্যাগ করতে রাজি আছেন। এদিন মন্ত্রী শাজাহান খান কোন ক্ষমতাবলে একই সাথে মন্ত্রী ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি পদে আছেন সেটা জানতে চেয়ে তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী।

আইনমন্ত্রী বলেন যে বাসচাপায় দুই শিক্ষার্থীর নিহতের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে যাবে।

এদিন রাতে ফেসবুক, মেসেঞ্জার ও মোবাইল মেসেজের মারফত রহস্যজনকভাবে একটি উড়ো খবর স্ক্রিনশট বা মেসেজ আকারে ছড়িয়ে পড়ে যে এক-দেড় হাজার বস্তিবাসী কিশোরকে নাকি ঠিক করা হয়েছে পরদিন ছাত্র সেজে আন্দোলনকারীদের সাথে মিশে গিয়ে নাশকতা করার জন্য। এই খবরে নানা জায়গায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং এই উড়ো খবর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

৩ আগস্ট

এদিন শিক্ষার্থীরা কোথাও রাস্তা অবরোধ করেনি। রাজধানীর বেশির ভাগ জায়গায়ই শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামেনি। তবু শাহবাগ, রামপুরা, মগবাজার, আসাদগেট, আগারগাঁও ও ধানমন্ডিতে বিক্ষিপ্ত আকারে বিক্ষোভ হয়। এদিন আন্দোলন মূলত লাইসেন্স পরীক্ষা ও রাস্তার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে মিরপুরে নৌমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে ১০ নম্বর গোলচত্বরে কয়েক দফা অবস্থান নেয় স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয় তারা। ওই দিনই ঢাকা কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এক কর্মী মগবাজার ওয়্যারলেসের কাছে বাসচাপায় মৃত্যুবরণ করেন। এর প্রতিবাদে হাসপাতালটির ডাক্তার ও কর্মীরা মগবাজার ওয়্যারলেসে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে রাত পর্যন্ত। এ ছাড়াও এদিন বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন মারা যায়।

উত্তরার বিভিন্ন পয়েন্টে মায়েরা এদিন নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন করেন। তবে পুলিশের বাধায় তাঁরা বেশিক্ষণ সেখানে

কিশোর বিদ্রোহের কয়েকটি ছবি: অনলাইন থেকে সংগৃহীত

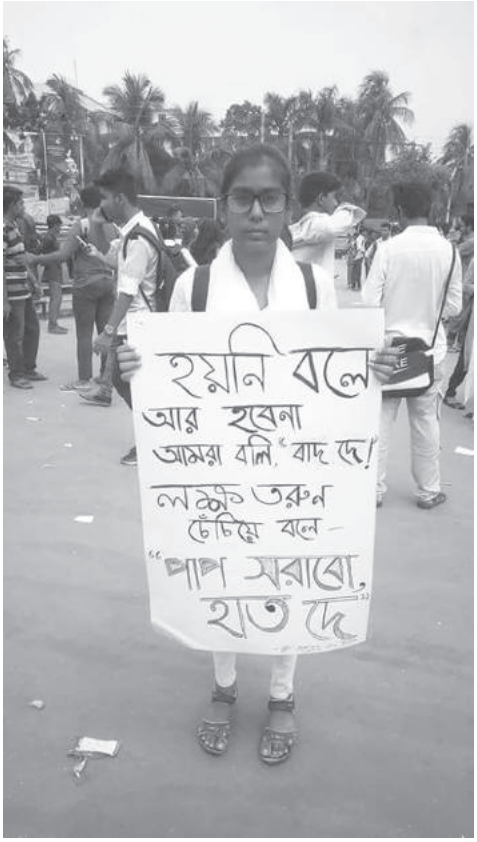

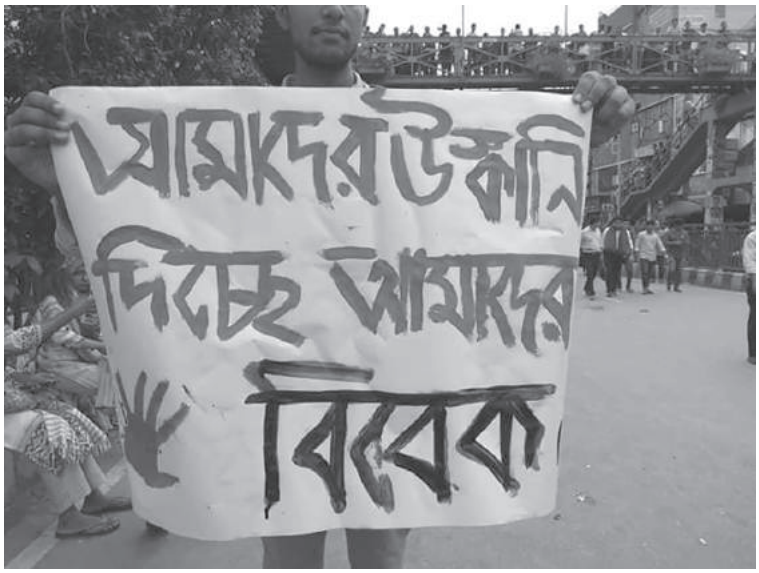

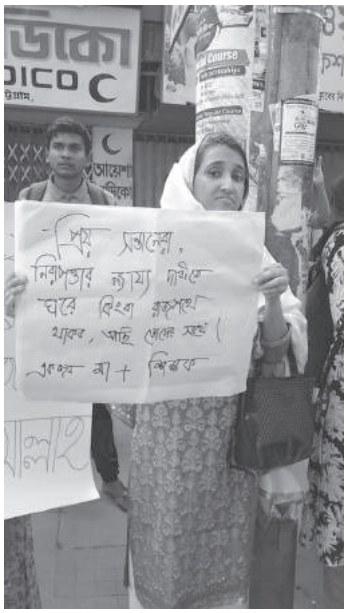

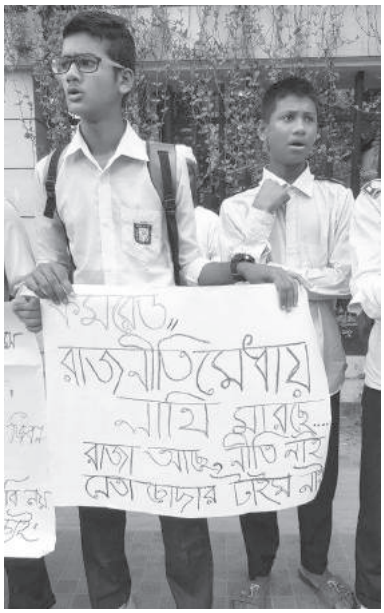

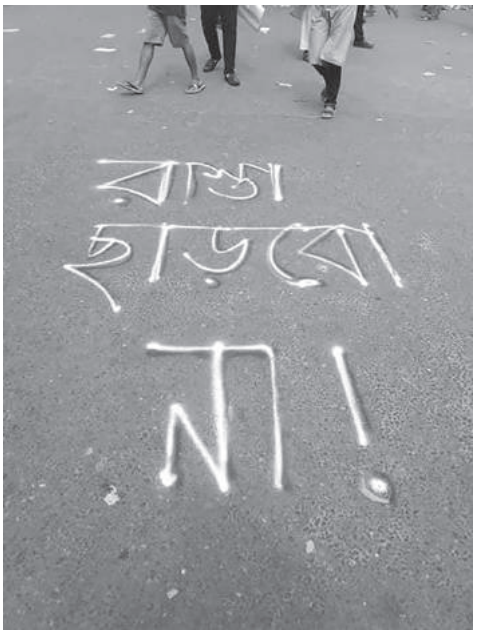

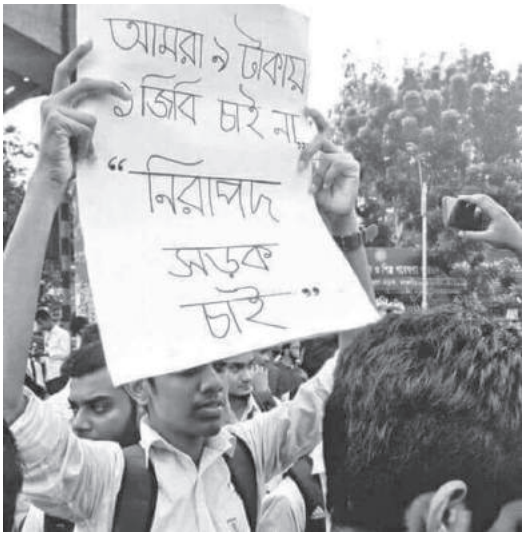

থাকতে পারেননি। মিরপুরে অভিভাবকদের আরেকটি মানববন্ধন থেকে হুঁশিয়ারি দেয়া হয় যে বাচ্চাদের ওপর আঘাত এলে তাঁরা কেউ চুপ করে বসে থাকবেন না। নিরাপদ সড়কের দাবিতে প্রেস ক্লাবে মানববন্ধন করে নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন–নিসচা। শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো বাস্তবায়িত না হলে রবিবার অর্থাৎ ৫ তারিখ থেকে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দেন 'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলনের নেতা চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন। বিক্ষোভে অংশ নেয়া শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে এদিন আহ্বান জানায় সেভ দ্য চিলড্রেন। শাহবাগে ৩২টি নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনের মিলিত উদ্যোগে একটি প্রতিবাদসভা হয়।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়কের আন্দোলনে হামলার প্রতিবাদে এদিন কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতারা শনিবার ৪ তারিখ দেশজুড়ে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেন।

পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা এদিন একটি অঘোষিত পরিবহন ধর্মঘট শুরু করে। তারা রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি চলাচলে বাধা দেয়। যাত্রীদের দুর্ভোগের মাত্রা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। পুরো রাজধানীতে বাস চলাচল খুবই কমে যায়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নৌমন্ত্রী ও পরিবহন নেতা শাজাহান খান বলেন, নিরাপত্তার কারণে বাস চলছে না।

পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন সতর্ক করে বলা হয় যে কেউ কোন নাশকতা বা সহিংসতা করতে এলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী চুপ বসে থাকবে না। এদিন তোফায়েল আহমেদ আবারও বলেন যে শিক্ষার্থীদের উচিত হবে ঘরে ফিরে যাওয়া। দেশের কোন ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ করা ঠিক হবে না। ওবায়দুল কাদের আবারও এদিন বলেন যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিএনপি-জামায়াত ঢুকে গেছে। তিনি তাদের উদ্দেশে আরও বলেন, "উসকানির ফাঁদে পা দিয়ো না।" ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এদিন ছাত্রছাত্রীদের পড়ার টেবিলে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করে একটি ফেসবুক পোস্ট দিলেও তীব্র প্রতিবাদের মুখে তিনি শেষ পর্যন্ত পোস্টটি ডিলিট করেন। ঢাবির ভিসি বলেন, কী করতে হবে সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে শিক্ষার্থীরা।

এদিন ধানমন্ডিতে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের কিছু শিক্ষার্থীকে ৫০-৬০ জন ছাত্রলীগ ও যুবলীগকর্মী প্রহার করে আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য। অনলাইন পোর্টাল প্রিয় ডট কমের এক সাংবাদিক সেই হামলার ছবি তুলতে গেলে তারা সেই সাংবাদিক ও প্রিয় ডট কমের সংবাদ বিভাগের প্রধানের ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে প্রিয় ডট কমে গিয়ে সন্ত্রাসীরা ভাঙচুর করে।

৪ আগস্ট

এদিন পুরো ঢাকা শহরে আবারও শিক্ষার্থীরা পথে নেমে আসে। শাহবাগ, ফার্মগেট, যাত্রাবাড়ী, জুরাইন, কাকরাইল, সায়েন্স ল্যাব, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, আগারগাঁও, মিরপুর, কাকলি, উত্তরার হাউস বিল্ডিং থেকে জসীম উদ্‌দীন রোড, মতিঝিল, মহাখালী, মৌচাক, বাংলামোটর, রামপুরা, শান্তিনগর, টেকনিক্যালসহ ঢাকার প্রায় সকল প্রধান মোড়ে তারা আবারও অবরোধ বসায়। ঢাকার বাইরে এদিন বিক্ষোভ হয় চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ফেনী, মেহেরপুরসহ বিভিন্ন জেলায়।

এদিন শাহবাগে জড়ো হওয়া শিক্ষার্থীরা সংবাদ সম্মেলন করে আবারও পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে একমাত্র নৌমন্ত্রীর পদত্যাগ ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে শহীদ রমিজ উদ্দিন কলেজের দুই শিক্ষার্থীকে চাপা দেয়া আসামি বাসচালকদের বিচার শুরু করে ৯ দফার বাকি দাবিগুলো মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেই কেবল তারা ঘরে ফিরতে পারে।

এদিন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মী, সরকারি মদদপুষ্ট হেলমেটবাহিনী ও পুলিশ একযোগে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। হামলা চলে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব, জিগাতলা, মিরপুর-২, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ফেনী ও মুন্সীগঞ্জে।

তবে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চলে সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায়।

ধানমন্ডি ৩ নম্বর রোড এলাকায় প্রথমে দুপুর ১টা থেকে দেড়টার দিকে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় লাঠিসোঁটা ও রড নিয়ে। হামলা থেকে বাঁচতে তখন শিক্ষার্থীরা হাতের কাছে যা কিছু পায় তাই নিয়ে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা আক্রমনকারীদের পাল্টা ধাওয়া দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয় পর্যন্ত নিয়ে যায়। এ সময় রহস্যজনকভাবে আক্রমণকারীদের হামলায় কয়েক ছাত্রের মৃত্যু ও কয়েক ছাত্রীর ধর্ষিত হওয়ার গুজব ফেসবুক মারফত ছড়িয়ে পড়ে। এতে পুরো এলাকায় একদিকে যেমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে একই সাথে শিক্ষার্থীরা আরও অনেক বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পুরো এলাকা রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। সন্ধ্যা হওয়ার আগ পর্যন্ত ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে।

পুলিশের উপস্থিতিতেই হেলমেট পরে আক্রমণকারীরা শিক্ষার্থীদের ওপর বার বার ধেয়ে আসে। এমনকি একজনকে বন্দুক নিয়ে শিক্ষার্থীদের দিকে গুলি ছুড়তেও দেখা যায়। অন্তত দেড় শ জনের আহত হওয়ার খবর পত্রিকায় এলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা মতামত দিয়েছেন, আহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। আহতদের রক্তাক্ত ছবিতে ফেসবুক সয়লাব হয়ে যায়। এ সময় ধাওয়া পাল্টাধাওয়ায় অনেক আক্রমণকারীও আহত ও রক্তাক্ত হয়। হামলার খবর পেয়ে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাবে এসে যোগ দিলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

এ সময় সাংবাদিকদের হামলার ছবি তুলতে বাধা দেয় আক্রমণকারীরা। তা ছাড়া কোন সাংবাদিককেই আক্রমণকারীরা সংঘর্ষস্থলের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। নিরাপত্তাজনিত কারণে শিক্ষার্থীদের অনেকেও সাংবাদিকের ক্যামেরা দেখলে খেপে গিয়ে তেড়ে এসেছিল। বহু সাংবাদিক ছবি তুলতে গিয়ে আক্রমণকারীদের হামলার শিকার হয়ে আহত ও রক্তাক্ত হন। তাঁদের ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়।

সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে শিক্ষার্থীরা নাকি আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা চালাতে গিয়েছিল এবং সেখানে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছিল। আরও দাবি করা হয়, আন্দোলনে জামায়াত-শিবির ও বিএনপির কর্মীরা ঢুকে পড়ে সহিংসতা করছে। বহু শিক্ষার্থী হামলার হাত থেকে বাঁচতে স্থানীয় বিভিন্ন ভবনে আশ্রয় নিতে গিয়ে আটকে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন তাদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় নানাভাবে এবং তাদের নিরাপদে সরে যেতে সাহায্য করে।

এ সময় ছাত্রলীগ ১৬ জন শিক্ষার্থী আন্দোলনকারী ধরে নিয়ে পরে রাতে ধানমন্ডি থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেয় বলে পত্রিকা মারফত জানা যায়। হত্যা ও ধর্ষণের খবরগুলো গুজব বলে প্রমাণিত হলেও এদিন মহিলা সাংবাদিকসহ বেশ কিছু নারী শিক্ষার্থী আন্দোলনকারী আক্রমণকারীদের দ্বারা যৌন হেনস্তার শিকার হন।

ফেসবুকে হত্যা ও ধর্ষণের গুজব ছড়ানোর অভিযোগে অভিনেত্রী নওশাবা আহমেদকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় র‍্যাব। কিশোর শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও হেলমেটবাহিনীর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ওই দিন রাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বুয়েট, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

প্রধানমন্ত্রী এদিন রমিজ উদ্দিন কলেজকে ৫টি বাস প্রদান করেন। দূরপালার বাস অপারেটররা এদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘট ডাকে। এদিন রাত থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার জন্য মোবাইল নেটওয়ার্কের গতি থ্রিজি, ফোরজি থেকে টুজিতে নামিয়ে আনা হয়, যাতে আন্দোলনস্থল থেকে কেউ কোন লাইভ ভিডিও করতে না পারে। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে এদিন সরকারি দল ও এর ছাত্রসংগঠনকে সাথে রাখতে বলা হয় পুলিশ সদর দপ্তর থেকে।

৫ আগস্ট

আগের দিন অনুজ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা ঘোষণা দিয়ে একযোগে রাস্তায় নামে। শাহবাগে সকাল ১১টার পর তারা জড়ো হয়। এ সময় পুরো শাহবাগ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রায় তিন হাজার ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ ঘটে শাহবাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে এ সময় বুয়েট, মেডিক্যাল, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সাধারণ তরুণ বয়সী শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অ্যাকটিভিস্টরাও যোগ দেন। কোন পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই শাহবাগের জমায়েত থেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হয় যে আগের দিন যেখানে ছাত্রছাত্রীরা মার খেয়েছে, সেই সায়েন্স ল্যাব-জিগাতলায়ই সবাই মিছিল নিয়ে যাবে। তিন হাজার শিক্ষার্থীর মিছিল সায়েন্স ল্যাবের দিকে চলতে শুরু করলে রাস্তার দুই পাশ থেকে শিক্ষার্থী ও তরুণ বয়সীরা যোগ দিতে থাকার ফলে সেটি সায়েন্স ল্যাব যেতে যেতে প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থীর বিশাল মিছিলে পরিণত হয়। এবং পুরো এলাকার পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। মিছিলটি সায়েন্স ল্যাব থেকে বিডিআর গেট পার হয়ে জিগাতলার দিকে এগোতে থাকলে জিগাতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। এ সময় সামনের দিকে থাকা অল্প কয়েকজন পুলিশের দিকে দু-একটি ঢিল ছোড়ে এবং পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সামনে এগোতে চাইলেও বাকিরা প্রাণান্তকর চেষ্টায় সেই হঠকারিতা ঠেকিয়ে শেষ পর্যন্ত মিছিলটিকে ইউ টার্ন করিয়ে আবার সায়েন্স ল্যাবের দিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মিছিলটি যখন আবার উল্টো দিকে ঘুরে বিডিআর গেটের দিকে চলা শুরু করেছে, তখন পুলিশ একরকম অনাবশ্যকভাবেই মিছিলের মাঝখানে টিয়ারগ্যাস মারে এবং ব্যাপক লাঠিচার্জ শুরু করে। ফলে বহু আহত ও রক্তাক্ত হয়। পুলিশের হামলায় কারও কারও মাথা ফেটে যায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া মিছিলকারীদের ওপর এরপর সায়েন্স ল্যাবের কাছে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সশস্ত্র কর্মীরা পথিমধ্যে রড, রামদা, লাঠিসোঁটা নিয়ে ব্যাপক হামলা চালায়। পুলিশের সামনেই আক্রমণকারীরা নারী আন্দোলনকারীদের গায়ে হাত দেয় এবং বেদম মারধর করে।

এদিন সাংবাদিকরা ছবি তুলতে গেলে অন্তত এক ডজন সাংবাদিক সশস্ত্র আক্রমণকারীদের হামলায় আহত ও রক্তাক্ত হন। পত্রিকা মারফত জানা যায়, এদিন ওই এলাকায় পুলিশ ও ছাত্রলীগ এবং হেলমেটধারীদের হামলায় সারা দিনে অন্তত ৪০ জন আহত হয়। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে এই আহতদের ভয়াবহ রক্তাক্ত ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ছাড়াও বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ওপর এদিন হামলা হয় গ্রিন রোড, ফার্মগেট, ধানমন্ডি, মিরপুর ও উত্তরায়ও। তবে রামপুরায় এদিন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ধাওয়া দিয়ে আওয়ামী লীগের একটি মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। উত্তরায়ও ছাত্রলীগ হামলা চালাতে এলে শিক্ষার্থীরা তাদের বেশ কয়েকজনকে ধরে পাল্টা গণপিটুনি দেয়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। টাঙ্গাইলে ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। মহাসড়ক অবরোধ হয় রাজশাহী ও দিনাজপুরেও। বিক্ষোভ হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের নানা জেলায়। জিগাতলায় এদিনকার হামলার প্রতিবাদে বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীদের একটি সমাবেশ ছাত্রলীগের হামলায় পণ্ড হয়। একই ঘটনার প্রতিবাদে রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বড় মশাল মিছিল হয়।

প্রধানমন্ত্রী এদিন গণভবনে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে বলেন–যথেষ্ট হয়েছে, আর না। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন যে আন্দোলনে তৃতীয় পক্ষ ঢুকে গেছে। ঢাকার বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের কাজ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করা। তিনি গুজব ও অপপ্রচারে কান না দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন যে শিক্ষার্থীদের যদি কিছু হয় তাহলে এর দায়দায়িত্ব কে নেবে? ওবায়দুল কাদের এদিন আরেক অনুষ্ঠানে গতদিনের ঘটনা নিয়ে বলেন যে যারা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের দিকে গুলি করতে করতে আসবে তাদের বল প্রয়োগ না করে কি চুমু খাবে? এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদেরও ধৈর্যের সীমা আছে। সেটি অতিক্রম করলেই ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন যে হাজার হাজার আইডি কার্ড গলায় ঝোলানো আছে। এগুলো কেউ স্কুলের ছাত্র নয়। সব প্রাপ্তবয়স্ক। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীরা সোমবার থেকে আন্দোলনে নামলে তার দায়দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিতে হবে।

পটুয়াখালীতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার জন্য এক অন্তঃসত্ত্বা স্কুল শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে জেলগেটে দুই দিনের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশকে অনুমতি দেয় আদালত। রাজশাহীতে ছাত্রলীগ নেতার ফেসবুকে গুজব বিষয়ক পোস্টে আক্রমণাত্মক কমেন্ট করার কারণে দুই শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদকে এদিন রিমান্ডে নেয়া হয়। গুজব রটনাকারীদের সম্পর্কে তথ্য দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ক্ষুদে বার্তা দেয়া হয় বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের গ্রাহকদের।

এইদিনসহ কিশোর বিদ্রোহ চলাকালীন এ কয়দিন ধরেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ফেসবুকে হামলার ঘটনাবলিসহ রাস্তায় কী ঘটছে তা লাইভ সম্প্রচার করছিলেন। এটা করতে গিয়ে তিনি হামলারও শিকার হয়েছিলেন সশস্ত্র আক্রমণকারীদের দ্বারা। এদিন তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাকে একটি সাক্ষাৎকার দেন, যেখানে তিনি চলমান আন্দোলন নিয়ে নিজের বিশ্লেষণ হাজির করেন এবং সরকারের সমালোচনা করেন। এই ঘটনার পর রাত সাড়ে ১০টার দিকে সাদা পোশাকে প্রায় ৩০ জন লোক ১৫টি মাইক্রোবাস নিয়ে এসে তাঁর বাসা থেকে তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। এই ঘটনা আগুনের মত

কিশোর বিদ্রোহের কয়েকটি ছবি: অনলাইন থেকে সংগৃহীত

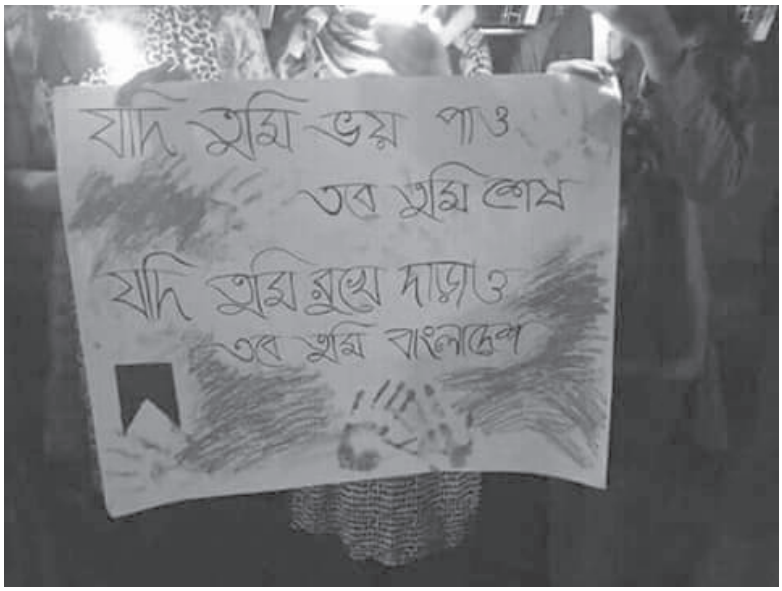

ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে তোলপাড় শুরু হলে পরে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে তাঁকে জিজ্ঞাবাদের জন্য ডিবি পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৬ আগস্ট

এদিনও বিক্ষোভ হয় রামপুরায় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বসুন্ধরার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, মহাখালীর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। রামপুরা ব্রিজে ছাত্রছাত্রীরা জড়ো হয়ে রাস্তায় গাড়ির লাইসেন্স চেক করা শুরু করলে পুলিশ ও ছাত্রলীগ একযোগে হামলা চালায় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর। জবাবে ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিরোধ শুরু করলে সেই এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দিনভর ধাওয়া পাল্টাধাওয়া চলে। আহত হয় অন্তত ৩০ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী। ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগের মিলিত হামলার মুখে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আশ্রয় নেয় আন্দোলনকারীরা। এ সময় আক্রমণকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ভাঙচুর চালায়। ইস্ট ওয়েস্টে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে দুপুরবেলা নর্থ সাউথ ও ইনডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রগতি সরণিতে এসে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের মুহুর্মুহু টিয়ারশেল এবং সরকার সমর্থক আক্রমণকারীরা লাঠিসোঁটা, রড নিয়ে একযোগে হামলা চালালে ধাওয়া পাল্টাধাওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা। অন্তত ৫০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে শটগান ও রাবার বুলেট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। শাহবাগে আন্দোলনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও জলকামান মারে পুলিশ। অন্তত ১২ জন আহত হয়। কয়েকজনকে আটক করে থানায়ও নেয়া হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি প্রশাসনের বাধার কারণে হতে পারেনি। কলাবাগানে ১০০ জন স্থপতির প্রতিবাদ সমাবেশ পুলিশি বাধায় পণ্ড হয়ে যায়। এবং এখান থেকেও কয়েকজনকে আটক করা হয়। খুলনা ও চট্টগ্রামেও শিক্ষার্থীরা বাধার মুখে পড়ে। আহসানউলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা, ১১ জনকে আটক করে পুলিশ।

এদিন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে হামলার প্রতিবাদ জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীরা। নিপীড়নবিরোধী শিক্ষকরা এদিন শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে হামলার প্রতিবাদে একটি বিবৃতি দেন। সাংবাদিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানায় সম্পাদক পরিষদ।

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮– এর খসড়া পাস হয়। অপর্যাপ্ত বিধি ও বেপরোয়া ড্রাইভিংয়ের জন্য লঘু শাস্তি বিধানের কারণে এটি বিশেষজ্ঞদের তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে।

শহিদুল আলমের মুক্তি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তাঁর পরিবারের সদস্য ও বন্ধুবান্ধব। এদিন দুপুরের পর শহিদুল আলমের পরিবারের লোকদের ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তাঁর বিরুদ্ধে 'কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা তথ্য প্রদানের' অভিযোগে আইসিটি আইনে মামলা হয়েছে। এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে তিনি আদালতের বিচারকের সামনে অভিযোগ করেন যে চোখ বেঁধে, হাত বেঁধে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তাঁর মুখে ঘুষি মারা হয়। তাতে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে পাঞ্জাবিতে পড়ে। সেই রক্তমাখা পাঞ্জাবি আবার ধুয়ে তাঁকে পরিয়ে তারপর কোর্টে আনা হয়েছে। এ ছাড়াও এ সময় তাঁকে নানাবিধ মানসিক নির্যাতন করা হয় বলেও তিনি অভিযোগ করেন। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শহিদুল আলমের ৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত।

বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে টি-২০ সিরিজ জেতার পর বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়ে দেশে চলমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে হামলার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত কিংবদন্তি ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬টি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও গ্রুপ বন্ধ করার জন্য বিটিআরসিকে অনুরোধ করে এসবি।

ফেসবুকে ছাত্রলীগকে নিয়ে কটূক্তি করার অপরাধে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়।

গুজব ছড়ানোর অভিযোগে রাজধানীতে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের তিন দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়। আন্দোলনে অংশ নেয়ায় তেজগাঁও থানার পুলিশ ৩৭ শিক্ষার্থীকে আটক করে। গুজব ছড়ানোর অভিযোগে চট্টগ্রামে ছাত্র ফেডারেশনের দুই নেতা মারুফ ও আশাফকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

৭ আগস্ট

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের আহত নেতাকর্মীদের দেখতে যান। শহিদুল আলমকে গ্রেফতারের ঘটনায় বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠতে থাকে। তাঁকে নির্যাতনের তদন্ত দাবি করে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

ফেসবুকে স্বৈরাচারী শাসনের চেকলিস্ট দেন তাজউদ্দীন আহমদের পুত্র সোহেল তাজ। যদিও পরে তিনি সেটি এডিট করে তাতে বলেন যে বিএনপির আমলের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই চেকলিস্টটি দিয়েছিলেন।

সাংবাদিকদের ওপর হামলাকারী হেলমেটধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন সাংবাদিকরা। ৬ আগস্ট ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কর্তৃক আয়োজিত 'সড়ক দুর্ঘটনা–আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনায় জোর করে নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে ভিকারুননিসা স্কুলের দশম শ্রেণির ৩৫০ জন ছাত্রী তাদের পরীক্ষার খাতায় উই ওয়ান্ট জাস্টিস লিখে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে যায়। পরে তারা জাতীয় সংগীত গেয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে।

ব্যাগে বই না থাকায় এবং আচরণ ভাল না হওয়ার অভিযোগে রাজধানীর দনিয়ায় দুই শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ; যদিও পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। নড়াইলে ফেসবুকে গুজব ছড়ানোয় ৬ শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়ে ফেসবুকে লেখালেখি এবং আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বুয়েটের এক ছাত্রকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

৮ আগস্ট

এদিন দিবাগত রাতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে ঢাবির ফজলুল হলের ছাত্র তরিকুল ইসলাম, ওমর ফারুক ও জোবাইদুল হক রনিকে ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতন চালায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে তাদের শাহবাগ থানায় সোপর্দ করে। এ ছাড়াও ৪-৬ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ৪৮ জনকে আটক করে শাহবাগ থানার পুলিশ। এদের সকলের মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আটককৃতদের ছাড়িয়ে আনতে ঢাবি প্রক্টরের ওপর চাপ প্রয়োগ করে

আন্দোলনকারীরা। পরে হল প্রভোস্টের উপস্থিতিতে পুলিশ ফজলুল হক হলের তিন ছাত্রসহ মোট ৫১ জনকে শাহবাগ থানা থেকে ছেড়ে দেয়।

শহিদুল আলমকে হাসপাতালে শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য পাঠাতে হাইকোর্ট নির্দেশ প্রদান করে। রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা ও এর আশপাশের এলাকায় বক রেইড দেয় পুলিশ। শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সাথে মতবিনিময়কালে উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যেসব শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়েছে তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন যে এখানে মাফ করার প্রশ্ন নেই। আমরা কাউকে মুক্তি দেয়ার অধিকার রাখি না। তিনি উল্টো আরও বলেন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্থিতিশীল রাখতে না পারলে উপাচার্যদের জবাবদিহি করতে হবে।

১২ আগস্ট

সাত দিনের রিমান্ড শেষে আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে ডিবির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে প্রেরণ করে আদালত।

১৫ আগস্ট

ছাত্র আন্দোলনে উসকানির অভিযোগে ৫৭ ধারা মামলায় ৯৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় ডিএমপি।

***

এর কয়দিন পর ধানমন্ডি থেকে আরেক নারী ব্যবসায়ীকে গুজব ছড়ানোর দায়ে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর ঈদুল আজহার আগে-পরে গ্রেফতারকৃত সকল শিক্ষার্থী, অভিনেত্রী নওশাবা, পটুয়াখালীর অন্তঃসত্ত্বা শিক্ষিকা, ধানমন্ডির ওই ব্যবসায়ী নারী– সকলেই জামিনে মুক্তি পায়। সম্প্রতি মুক্ত হন ছাত্র ফেডারেশনের নেতা মারুফ ও আশাফ। শুধু শহিদুল আলম এখনও কারাবন্দি। বার বার তাঁর জামিন আবেদনের শুনানি বাতিল হয়। অন্যদিকে শহিদুল আলমকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী তোলপাড় শুরু হয়। প্রতিবাদের ঢেউ আসতে থাকে একের পর এক। তাঁর মুক্তি চেয়ে বিবৃতি দেন বিশ্ববরেণ্য বুদ্ধিজীবী, নোবেল বিজয়ীরা। দেশের ভেতরেও একের পর এক প্রতিবাদ হয়। এই প্রতিবাদ এখনও চলছে।

সংকলক: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ